শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

কেশবপুর পৌরসভা কার্যালয়
কেশবপুর, যশোর।

স্মারক সংখ্যা ঃ কেশব/পৌর/২০২৩/ ৫৩ — তারিখ ঃ ২৬/০১/২০২৩ খ্রিঃ।

বিজ্ঞপ্তি নং- ০৪/২০২২-২০২৩

বাংলা ১৪৩০ সনে হাট-বাজার ইজারা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলাধীন কেশবপুর পৌরসভার নিম্ন তফশিল বর্ণিত হাট-বাজার সহ অন্যান্য বিষয়সমুহ বাংলা ১৪৩০ সনের ১লা বৈশাখ হতে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদানের নিমিত্তে সীলমোহরযুক্ত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দরপত্র ফরম দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখের পূর্বদিন পর্যন্ত (বন্ধের দিন ব্যতীত) অফিস চলাকালীন সময়ে নির্ধারিত মূল্যে (অফেরতযোগ্য) জেলা প্রশাসক, যশোর, উপজেলা নির্বহী অফিসারের কার্যালয়, কেশবপুর, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কেশবপুর, কেশবপুর থানা (পুলিশ ষ্টেশন), সোনালী ব্যাংক, কেশবপুর শাখা ও কেশবপুর পৌরসভা কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা যাবে। দরপত্র নির্ধারিত তারিখে সকাল ৯-৩০ মিঃ হতে বেলা ১-০০ টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসক, যশোর, পুলিশ সুপার, যশোর, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কেশবপুর, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কেশবপুর ও কেশবপুর পৌরসভা কার্যালয়ে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দিনই বেলা ৩-০০ টায় উপস্থিত দরদাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস কক্ষে খোলা হবে। ১ম পর্যায়ের টেন্ডারে দাখিলকৃত কোন দরপত্র অনুমোদিত হলে ২য় পর্যায়ে তার নাম বাদ দেয়া হয়েছে এবং ২য় পর্যায়ের টেন্ডারে অনুমোদিত হলে ৩য় পর্যায়ে তার নাম বাদ দেয়া হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। এজন্য আলাদাভাবে কোন বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে না। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যেকোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস হতে জানা যাবে এবং কেশবপুর পৌরসভার www.keshabpurpouroshava.gov.bd ওয়েব সাইটে দেখা যাবে।

তফশিল

বাংলা ১৪৩০ সনে হাট-বাজারের সিডিউল মুল্য, কাঙ্খিত সরকারী মূল্য ও দরপত্র দাখিলের সময়সূচি

ক্রঃ নং	হাট বাজারের নাম	দরপত্র দাখিলের তারিখ			সিডিউলের মূল্য	কাঙ্খিত সরকারী মূল্য
		১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়		
		২৩/০২/২০২৩ ইং ১০/১১/১৪২৯ বাং	০২/০৩/২০২৩ ইং ১৭/১১/১৪২৯ বাং	১৩/০৩/২০২৩ ইং ২৮/১১/১৪২৯ বাং		
১.	গরু ও মহিষ হাট	ঐ	ঐ	ঐ	৩৬,০০০/-	১,৭৬,৯৯,১৭৪/-
২.	ছাগল ও ভেড়া হাট	ঐ	ঐ	ঐ	৬,৮০০/-	৩০,৫৫,২৭৪/-
৩.	মাছ বাজার (সকল প্রকার খুচরা ও পাইকারী)	ঐ	ঐ	ঐ	১৪,৪০০/-	৬৮,৬০,০০২/-
৪.	কাঁচা বাজার (পাইকারী ও খুচরা) বিশ্বাসপাড়া মোড় সহ, পাকা আম ব্যতীত	ঐ	ঐ	ঐ	৪,৪০০/-	১৮,৬৫,৯৫৪/-
৫.	হাঁস, মুরগী, কবুতর ও মাংস বাজার	ঐ	ঐ	ঐ	১,২০০/-	২,৪২,৫৬৩/-
৬.	আম, কাঁঠাল ও আমড়া হাট (পাইকারী) ধান হাটের পাশে অবস্থিত	ঐ	ঐ	ঐ	১,০০০/-	১,৬২,২৮৬/-
৭.	পান ও সুপারী হাট	ঐ	ঐ	ঐ	৩,৬০০/-	১৪,৮৯,৪৯৪/-
৮.	চারা হাট (কলেজ গেটের দক্ষিন পাশ হতে টিএন্ডটি মোড়)	ঐ	ঐ	ঐ	১,০০০/-	১,০৫,৩৬৪
৯.	নারকেল, গুড়, হলুদ ও চাকী হাট	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০/-	৫৬,৪০৫/-
১০.	ধান, চাউল, পাট, খৈল, ভুট্টা, ভুষিমাল, ডিম, বিচালী, মাটি ও বাঁশের তৈরী জিনিসপত্র এবং কামার হাট	ঐ	ঐ	ঐ	১,২০০/-	২,৭০,৫৫১/-
১১.	পুরাতন ও নতুন কাপড়/ গার্মেন্টস হাট (মধু সড়ক টু স্বর্ণপট্টি ভায়া ত্রিমোহিনী মোড়, প্রধান সড়ক ভায়া থানার মোড় হয়ে মুরগী হাট পর্যন্ত) এবং কলার আড়ৎ	ঐ	ঐ	ঐ	১,২০০/-	২,৩৯,১০১/-
১২.	কসাইখানা	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০/-	৫৪,০৬০/-
১৩.	ট্রাক পিকআপ লোড আনলোড ও মাইক্রোস্ট্যান্ড	ঐ	ঐ	ঐ	১,৮০০/-	৫,৯০,২৪৩/-

ঃ শর্তাবলী ঃ

১। বাংলা ১৪৩০ সনের ১লা বৈশাখ হতে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত ০১ (এক) বছর মেয়াদকালের জন্য ইজারা দেওয়া হবে।

২। দরপত্রদাতাকে দরপত্রের সাথে দরপত্রে উল্লেখিত দরের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) অর্থ জামানত হিসেবে যেকোন তফসিলী ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে মেয়র, কেশবপুর পৌরসভার অনুকূলে জমা দিতে হবে। এর অন্যথায় দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত টাকা হতে ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) অর্থ ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং বাকী ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) অর্থ জামানত হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। ইজারা গ্রহীতা নিয়মিত উহা নিজ খরচে পরিষ্কার না করলে বা অন্য কোন ক্ষতি সাধন করলে উক্ত জামানত হতে তা মিটানো হবে। বছর সমাপনান্তে অব্যবহৃত টাকা জমাকারীর বরাবরে প্রত্যার্পণ করা হবে।

৩। যার দরপত্র গৃহীত হবে তাকে দরপত্র সংবাদ অবহিত হওয়ার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দরপত্রে উল্লেখিত দরের অবশিষ্ট ৭৫% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) অর্থ পৌরসভার রাজস্ব তহবিলে এবং মোট দাখিলকৃত দরের উপর ১০% (শতকরা দশ ভাগ)

আয়কর এবং ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) ভ্যাট চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। অন্যথায় জমাদানকৃত জামানত বাজেয়াপ্ত পূর্বক উহার পুনরায় ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৪। প্রাপ্ত দরপত্রের সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করা হবে। তবে উক্ত দর যদি তফশিলে বর্ণিত কাঙ্খিত সরকারী মুল্যের চেয়ে কম হয় তাহলে পুণরায় দরপত্র আহবান করা হবে।

৫। এক বাজারের জন্য ক্রয়কৃত দরপত্র আরেক বাজারের জন্য দরপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। দরপত্র গ্রহণের দিন কোন দরপত্র সিডিউল বিক্রয় করা হবে না। এক পর্যায়ের জন্য ক্রয়কৃত দরপত্র অন্য পর্যায়ে আহবানকৃত দরপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

৬। খামের উপর দরপত্রদাতার নাম, ঠিকানা, প্রাপকের নাম, ঠিকানা ও বাজারের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৭। সরকার অনুমোদিত টোল রেইট মোতাবেক টোল আদায় করতে হবে। বিনা রশিদে টোল আদায় করা যাবে না। ইজারাদার নিজ খরচে বাজারের দৃশ্যমান একাধিক স্থানে টোল চার্ট টাংগাইয়া প্রচার করবেন।

৮। প্রত্যেক বাজারের জন্য পৃথক পৃথক সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র দাখিল করতে হবে। দরপত্রদাতাকে দরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করতে হবে।

৯। ইজারাদার কোনক্রমেই সাব-লিজ দিতে পরবেন না।

১০। ইজারার সমস্ত অর্থ (ভ্যাট, আয়করসহ) পরিশোধের ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ২৫০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ইজারাদার কর্তৃক ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

১১। দুই বা ততোধিক দরপত্রদাতার দর সর্বোচ্চ বা একই হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১২। ইজারাদার নিজ খরচে হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিচ্ছন্নকর্মী কোন অবস্থাতেই দোকানদারদের নিকট হতে পন্য/মালমাল গ্রহণ করতে পারবে না ।

১৩। ইজারাদার নিজ খরচে একটি পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষন করবেন।

১৪। কোন প্রকার ঘষা-মাজা, কাটাকাটি, লেখার উপর লেখা দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৫। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাট-বাজার ইজারা অনুমোদিত না হলে ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং দখলকৃত সময়ে হারাহারিভাবে ইজারার অর্থ কর্তন পূবক বাকী জমাকৃত অর্থ ইজারাদারকে প্রদান করা হবে।

১৬। হাট-বাজার ইজারার টাকা সরকারী দাবী আদায় আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে আদায় করা যাবে।

১৭। চুক্তিপত্রের কোন শর্ত লংঘন করা হলে ইজারা বাতিল করা যাবে।

১৮। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৬/০১/২০২৩
(রফিকুল ইসলাম)
মেয়র
কেশবপুর পৌরসভা, যশোর।

স্মারক সংখ্যা ঃ কেশব/পৌর/২০২৩/ ৫৩ তারিখ ঃ ২৬/০১/২০২৩ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৩। জেলা প্রশাসক, যশোর।
৪। পুলিশ সুপার, যশোর।

অবগতি ও বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

৫। মেয়র, ... পৌরসভা (সকল), জেলা- যশোর।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর।
৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), কেশবপুর, যশোর।
৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কেশবপুর পৌরসভা, যশোর।
৯। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কেশবপুর, যশোর।
১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, কেশবপুর পৌরসভা, যশোর।
১১। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, কেশবপুর পৌরসভা, কেশবপুর, যশোর।
১২। উপজেলা প্রকৌশলী, কেশবপুর, যশোর।
১৩। ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, কেশবপুর শাখা, কেশবপুর, যশোর।
১৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কেশবপুর থানা, কেশবপুর, যশোর।
১৫। সাব-রেজিষ্টার, কেশবপুর, যশোর।
১৬। চেয়ারম্যান, ... ইউ, পি, (সকল), কেশবপুর, যশোর।
১৭। জনাব .... কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ...., কেশবপুর পৌরসভা, যশোর।
১৮। পোস্ট মাষ্টার, কেশবপুর পোস্ট অফিস, কেশবপুর, যশোর।
১৯। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, কেশবপুর পৌরঃ ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কেশবপুর, যশোর।
২০। সম্পাদক, দৈনিক সমকাল, ৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ / দৈনিক সমাজের কথা, ১৩৬, গো-হাটা রোড, লোহাপট্টি, যশোর। বিজ্ঞপ্তি অংশটুকু তাঁর পত্রিকায় ভিতরের পাতায় স্বল্প পরিসরে একদিন (২৩/২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে) প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন পত্রিকার ০২ (দুই) কপি সৌজন্য কপি অত্রাফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২১। জনাব .... পিতা ....
গ্রাম .... উপজেলা- কেশবপুর, জেলা- যশোর ও প্রাক্তন ইজারাদার/ডাকে অংশগ্রহণকারী।
২২। নোটিশ বোর্ড।

২৬/০১/২০২৩
মেয়র
কেশবপুর পৌরসভা, যশোর।

E:\ccc\Habib\9-14.doc